দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

অবাক কিছু চাওয়া

মানুষের চাওয়ার রূপ সব-সময়ই বদলায়। এই রূপ-বদল স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া যায়। কারণ জীবন প্রবহমান, জীবন ধারা—সামনের দিকেই এগোয়। চলার পথে অনেক নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়—সেই সঙ্গে দেখা দেয় সংকট নিরসনের প্রয়োজন। জগৎ সংসারের শুরু থেকেই মানুষ আছে এমনি চাওয়া-পাওয়ার দোলাখেলায়। এই ক্রম-পরিবর্তিত চাহিদাই নিরন্তর অগ্রসরতার প্রমাণ দেয়।

কিন্তু হাল আমলে কিছু কিছু 'চাওয়া' দেখলে অবাক হতে হয়—সেই সঙ্গে বেদনাহতও। এই যেমন ২৬শে মার্চের ইত্তেফাকে পাবনা থেকে আমিরুল ইসলাম ঝন্টু পত্রযোগে আবেদন জানিয়েছেন 'নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা চাই।' কেন চান, তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর হইতে ইতিপূর্বে ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা এই পর্যন্ত দুইবার পিছানো হয়েছে। আবার তৃতীয়বার পিছানোর পাঁয়তারা চলিতেছে। এইবার পরীক্ষা যথারীতি যথাসময়ে হওয়ার জন্য আমরা জোর দাবী জানাইতেছি।" বোঝাই যায়, ক্রমাগত পরীক্ষা পিছানোর যে বিড়ম্বনা, তা স্পর্শ করেছে অভিভাবক ছাড়িয়ে ছাত্রসমাজকেও। অথচ সারাধণ হিসাবে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের মতোন সুখের ছাত্রদের কাছে আর কিছু নেই। সেই সুখের যেন অস্তিত্ব ছিল বড়দের কাছ থেকে পড়ালেখার চাপ ছিল বলেই। আজকের দিনে বড়দেরই যেন তেমন গরজ নেই। কেবল পরীক্ষা পিছোনোও নয়, সেসন-জট পাকানোও বড়দের কাজ। ছাত্রজীবনেই ছাত্ররা বাধ্য হয়ে আজ ভাবতে শিখে গেছে তাদের ভবিষ্যৎ। আজকের ছাত্রদের তাই দেখা যায় কেবলি খুঁজতে, খুঁজে ফিরতে দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার পথ। এমন কিছু তারা নিজেরাই চায়—যেখানে পড়ালেখা করা যায়, যেখানে তরতরিয়ে বছর এগোয়, যেখানে সেশন জট নেই।

তীব্র বাস্তবজ্ঞান আজ প্রতি একজন ছাত্রকে ছাত্রত্ব থেকে ছিনিয়ে নেয়—এসএসসি, এইচএসসির পরই একটি বিশাল অংশ উপার্জনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এরপরে 'উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিতে অপারগতাতো আরও। অবস্থা এখন এমন যে—ক্রমেই উচ্চশিক্ষা বিমুখ হয়ে উঠছে সিরিয়াস ছাত্রদেরও মন—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই নাকি চলতি বছরে অনার্স ভর্তিপ্রার্থীদের আবেদন তুলনামূলকভাবে কম।

কেবল শিক্ষাঙ্গণে নয়—চাহিদার পশ্চাৎমুখীতা সমাজের সর্বত্র। স্বস্তিতে পথ চলার বিষয়টিও আজ দাবীর আওতায়—পত্রিকার পাতায় পাতায় দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে লিখতে হয়— আবেদন জানাতে হয় যথেচ্ছ গাড়ি চালানো বন্ধ করার।

যা সঙ্গত, তারই জন্য দরকার আরজি। পথের পাশে আবর্জনা-ফেলার জন্য ডাসটবিন যেমন চাইতে হয় তেমনি চাইতে হয় সেই ডাসবিন নিয়মিত পরিষ্কার কারও। সময় মতোন ময়লা নিষ্কাশক গাড়ি রাস্তায় বের করাও আরেক দাবী।

একইভাবে দাবীতে রূপ নিয়েছে ঘরে বসে উৎপীড়িত যেন না হতে হয়, সেই বিষয়টি। অর্থাৎ মাইকের বিরুদ্ধে নালিশ সকলের। দিবানিশি তারস্বরে চেঁচানো মাইকের গান সকলের জন্য মর্মান্তিক। রোগী, শিশু, পরীক্ষার্থী, বিশ্রামরত, বিভিন্ন অবস্থার মানুষের চাহিদা একটু শান্তি। এ শান্তি চার দেয়ালেও পাওয়ার জো নেই, কেননা যেখানে সেখানে যখন তখন মাইক বাজিয়ে সঙ্গীত উপভোগ বা আনন্দ-উৎসবের কোনো বারণ নেই।

সিভিক-সেনস? ওটাও এখন অন্যতম প্রধান প্রার্থনা। কায়মনে কামনা করতে হয়, 'আল্লা, মানুষ যেন সচেতন হয়, যেন এ ওর বিড়ম্বনার কারণ না হয়।' পানের পিকও থুতু ফেলা, সিগারেটের টুকরো, কলার খোসা ছুঁড়ে মারা চলার পথে পা মাড়িয়ে দেয়া, ধাক্কা দিয়ে আগে আগে যেতে চাওয়া—এসবই যেন এখন নিয়ম তাই এসবের জন্যও প্রতিকার চাওয়া আরেক নিয়ম।

চাহিদার কলেবর অনেক। রাত পোহালে মনেপ্রাণে চাইতে হয়—'আমি ভোরে উঠে কলের পানিটা পাই। পানির সাপ্লাই যেন ঠিক থাকে, যেন ঠিকসময়ে অফিসের পথে রওয়ানা হওয়ার সুযোগ না হারাই।'

অতএব খবরের কাগজে মিনতি পত্র ছাড়তে হয়, করুণ অশ্রুময় ভাষায় ফরিয়াদ জানাতে হয়—'অমুক এলাকায় কতদিন যাবত পানি বা বিদ্যুৎ অথবা দু টোই একসঙ্গে নেই।' সবশেষ কথা—'এলাকাবাসীর দুর্ভোগ সীমাহীন, সদাশয় সংশ্লিষ্টদের কৃপাদৃষ্টি চাই।'

এই চাওয়ার ফিরিস্তির শেষ নেই। হাসপাতালে সীট চাই, সীট পাওয়ার পর আবেদন—নিয়মিত চিকিৎসকের পরিদর্শন চাই, তার পরের নিবেদন—প্রয়োজনীয় ওষুধ চাই। হাসপাতালে রোগীর খাবার স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্যও আবেদন লাগে, রোগীর পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখার জন্যও অনুনয় করতে হয় একে ওকে। টিপস না দিলে আবার ওসব কেতাবী কর্তব্য উৎসাহিত করে না সহসা কাউকে।

ছেলেমেয়েরা যেন নিরাপদে স্কুল-কলেজে যাওয়া-আসা করতে পারে, এ-ও আরেক চাওয়া। ছেলেটি যেন ছেলে ধরার পাল্লায় না পড়ে, মেয়েটি দুর্বৃত্তের—এ মা-বাবা মাত্রেরই কামনা। বাড়তি সদস্য কোথায় আর গৃহকর্তার তো অফিস কাচারী গৃহকর্ত্রী কি করে সঙ্গে যাবেন— ঘর খালি, তাহলে শিশু বা কিশোর অথবা কন্যা সন্তানকে কে করবে আনা-নেয়া? পথঘাট পরিবেশ ভালো ও নিরাপদ করে তোলাই কি উচিত না? এ নিয়েও দাবী-দাওয়া তুলতে হয়।

ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে না পড়তে হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান না—এমন নির্বিকার চিত্ত কজনের? সময়ের আগে ঘর থেকে বেরিয়েও সবাই কি পৌঁছতে পারেন কর্মস্থলে ঘড়ি ধরে? নিরুপায় হয়ে জপতে হয়—'আমি যেন বিনা বাধায় পথ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারি। যদি দেহ ও মনে এনার্জি থাকে, তবে পত্র রচনা করতে এবং তা পত্রিকায় পাঠানোর চেষ্টা করা যায়, যার বিষয়বস্তু ঐ একই।

জনসংখ্যা বাড়তে থাকা এই—রাজধানীতে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বাসের চেহারা আধুনিকীকরণ এক স্থায়ী দাবী, সে সঙ্গে একই মনের দাবী স্কুলের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধির। টেক্সট বুক বোর্ডের বই বছরের শুরুতে যেন পাওয়া যায়। বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলে যেন হেরফের না ঘটে অর্থাৎ যেন স্ক্রীপট-বিভ্রাট অথবা নম্বর বিড়ম্বনা কিংবা টেবুলেশনে বিচ্যুতি না ঘটে এ জন্য মসজিদে সিন্নি মানতে হয়। মুরুব্বির দোয়া চাইতে হয় যেন দূরের যাত্রায় ট্রেন, বাস বা লঞ্চের টিকেট ঠিক দামে পাওয়া যায় এবং যাত্রাকালে একটু বসার সাশ্রয় হয়।

নসিবকে স্বীকার করতে হয় যদি কোনও কাজ আপসে আপ হয়ে যায়। ডাক্তারখানায় গিয়ে যদি ডাক্তার পাওয়া যায় যদি তিনি পরবর্তী দিনক্ষণ না দিয়ে ঐদিনই দেখে দেন, বুঝতে হবে এ জীবনে গুনাহগারি কম। তাই আল্লার এমন রহম। প্রাইভেট টীচার যদি ওয়াদামাফিক ঠিক মতোন আসেন, যদি তিনি ফি-সপ্তাহে কামাই না দেন এবং ঘড়িটড়ি না দেখে পড়িয়ে যান—ধরে নিতে হবে সন্তানের কিসমৎ। মানে কিসমতের গুণ। ফার্মেসীগুলো যদি বন্ধের দিনে খোলা থাকে অথবা শুধু খাঁটি ওষুধই মেয়াদো দিয়ে বিক্রি করে, বুঝতে হবে ভাগ্য প্রসন্ন।

হ্যাঁ ভাগ্যই যা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। তা যদি বিনা তদবিরে পাওয়া যায়, তবে বিস্মিত হতে হয়। সে সঙ্গে মানতে হয় ভাগ্যের অস্তিত্ব।

সহজকে পাওয়ার সহজ পথ নেই। আমরা সবাই যেন কলের মানুষ—যন্ত্রের মতো প্যাঁচে ভরা। এ কারণেই যেন দিনভর অক্লান্ত শ্রম করেও সাধারণ কর্তব্যটুকু পালন করতে পারছি না। উল্টো কারণ হচ্ছি অন্যের যন্ত্রণার।

অতিরিক্ত কিছু নয়, নয় আশ্চর্য বা অন্যায় কিছু— অনেক ক্ষেত্রে শুধু ন্যায্যটুকু পাওয়ার জন্যই আমরা দেনদরবার করছি। সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে এখন দাবী শুধু জীবন প্রবাহকে সচল করে তোলার, অন্য কিছু না। ঠিক যেন ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা অতিষ্ঠ পথচারীর মনের কথা: 'পথটুকু খুলে দিলেই হয় কেবল আর কিছু চাই না।'

—হোসনে আরা শাহেদ